অমর চিত্র কথা

নং 363 টা. 4/-

ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তচ্যুত

মহাভারত-১৮

Indrajal.blogspot.in

অমর চিত্র কথা

সম্পাদক
অনন্ত পাই

বিবরণ
যজ্ঞ শর্মা

চিত্রশিল্পী
দিলীপ কদম

শিল্প-উপদেষ্টা
রাম ওয়াঈরকর

ভাষান্তর
দেবরানী মিত্র

প্রস্তুতি
গোবিন্দ কোটয়ানী

প্রস্তুতি সহায়িকা
অনুরাধা সরকার

*

প্রকাশনায়ঃ
এইচ. জি. মীরচন্দানী
আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
মহালক্ষ্মী চেম্বার্স
ভুলাভাই দেশাই রোড,
বোম্বে ৪০০ ০২৬—এর পক্ষে
এবং তাঁর দ্বারা আই. বি. এইচ. প্রিণ্টার্স মারোল নাকা,
মথুরাদাস ভীষানজী রোড,
বোম্বে ৪০০ ০৫৯ থেকে মুদ্রিত।

© আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বোম্বে ৪০০ ০২৬
দ্বারা সবস্বত্ব সংরক্ষিত, ১৯৮৪।

বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক ঃ
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন ঃ-৩৪-৮০৪৩

মহাভারত-১৮

ভরতবংশীয়দের নিয়ে লেখা ব্যাসদেবের মহাকাব্য, অমর ঋষি ব্যাসদেবের নির্দেশেই, তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন সর্বপ্রথম জনসমক্ষে পাঠ করেছিলেন।

এটি পাঠ করা হয়েছিল, ব্যাসদেবের পৌত্রের প্রপৌত্র, রাজা জনমেজয়, আর তাঁর আয়োজিত সর্পসত্রে (১২ বৎসর ব্যাপী সর্পযজ্ঞ) আগত অনেক প্রাজ্ঞ ঋষিদের মহিমান্বিত উপস্থিতিতে।

ব্যাসদেবের মহাভারতের বৈশম্পায়নকৃত পাঠের যে অনুকথন আমরা পরিবেশন করছি তার সপ্তদশ পর্যায়ে ছিল, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে, সব নিমন্ত্রিতদের সামনে পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে সম্মান-প্রদান করাতে শিশুপাল কি ভাবে বার বার কৃষ্ণনিন্দা করেছিলেন, তার বর্ণনা। শিশুপাল-বধ আর, কৃষ্ণদ্বারা, শেষ হওয়া পর্যন্ত, যজ্ঞের প্রতি-রক্ষার কাহিনীতে এই পর্যায় সমাপ্ত হয়েছিল।

অমর চিত্র কথা এর আগে মহাভারতের অনেকগুলি জনপ্রিয় কাহিনীর পরিবেশন করেছে। সেগুলি নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের আবেগ আর চিত্তাকর্ষক আবেদনের ভিত্তিতে। আর চিত্রকথার অনুযোগী করে সেগুলির পরিবর্তনও করা হয়েছিল অনেক সময়।

৬০ খণ্ডে সমাপ্য বর্তমান সিরিজে কিন্তু প্রয়োজনমতো সংক্ষেপিত করা সত্ত্বেও মূল সংস্কৃত রচনাকে অব্যতিক্রমে অনুসরন করা হয়েছে।

এগুলির বাংলা সংস্করণে ভাষা কিছুটা সংস্কৃত-ঘেঁসা করা হয়েছে কাহিনীর পৌরাণিকত্বের মর্যাদায়। বিদেশী শব্দ যথা সম্ভব বর্জন করা হয়েছে। তবুও ভাষার সরলতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

মহাভারত-১৮

ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তচ্যুত

'প্রাসাদে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দুর্যোধন এক ঝকঝকে স্ফটিকের মেঝেকে জলাশয় ভেবে বসল ...
"... আর, যাতে না ভিজে যায় এই ভেবে কাপড় গুটোতে লাগল।

"আবার কিছুটা এগিয়ে এক পদ্মপুকুরকে পাথরে বাঁধানো মেঝে ভেবে...
"...দুর্যোধন তার ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে পড়ল জলের মধ্যে।
হাঃ! হাঃ!
"এ দেখে একা ভীমই শুধু হাসল, তা নয়...
"...অন্য পাণ্ডবেরাও হেসে উঠল।
"অন্য এক জায়গায় খোলা ঘরকে বন্ধ আছে ভেবে সে তার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল...
"...আবার কোনও দেওয়ালকে খোলা দরজা ভেবে সেখানে মাথা ঠুকে মরল।
"নকুল আর সহদেব ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলতে তবে রক্ষা। ভীম তো হেসেই অস্থির।
হে ধার্তরাষ্ট্র, দ্বার এই দিকে।
রাজন, এই যে এই দিকে।

BENG.

পাণ্ডবদের অতুল ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষায় মন ভরে নিয়ে, আর ইন্দ্রপ্রস্থের লাঞ্ছনার কথা মনে রোমন্থন করতে করতে দুর্যোধন ফিরে এল হস্তিনাপুরে।

"পাণ্ডবদের এই বিভব দুর্যোধনের মনকে উত্তরোত্তর বিষাক্ত করে তুলল।

মামা, পাণ্ডবদের এই গৌরবময় ঐশ্বর্য দেখে আমার মন পরিতাপের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছে।

পরাক্রমশালী কেউ কি শত্রুর উন্নতি সহ্য করতে পারে?

অনুমতি দিন। বীর মিত্রদের সাহায্যে পাণ্ডবদের দমন করি।

"তখন শকুনি বললেন—

পাণ্ডবেরা, তাদের মিত্র কৃষ্ণ আর দ্রুপদ, আর তাদের ছেলেরা দেবতাদেরও অদম্য।

কিন্তু, রাজকুমার, যুধিষ্ঠিরের অপরিমেয় ধন আত্মসাৎ করার এক ছল আমার জানা আছে।

মামা, বলুন কি সেই ছল! মিত্র-পরিজনের গা বাঁচিয়েই যুধিষ্ঠিরকে দমন করতে চাই আমি।

BENG.

যুধিষ্ঠির জুয়া খেলতে ভালবাসে। কিন্তু এ খেলায় সে মোটেই নিপুন নয়। খেলতে ডাকলে সে না করতে পারবে না।
হে কৌরব, ত্রিভুবনে আমার চেয়েও বড় খেলোয়াড় খুঁজে পাবে না তুমি...
যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলতে আহ্বান কর। আমি তাদের রাজ্য, আর রাজ্যের সব চোখ ঝলসানো ঐশ্বর্য জিতে নোব।
"এই ষড়যন্ত্র পাকিয়ে নিয়ে, শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন —
দুর্যোধন দুর্বল আর ম্লান হয়ে পড়েছে। তার অবস্থা দেখে করুনা হয়। তার অসুখের কারন কি জিজ্ঞেস করুন না।
"উদ্বিগ্ন হয়ে ধৃতরাষ্ট্র গেলেন ছেলের কাছে।
তোমার কষ্টের কারন কি? বল আমাকে বৎস।
পিতা, যুধিষ্ঠিরের রূপকথার মতো ঐশ্বর্য দেখে আমার খিদে চলে গেছে, আর দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি।

ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে নিজের চোখে দেখেছি স্তূপাকৃতি মনিমাণিক্য, সোনা, ঘোড়া, সাজ-পোষাক, চন্দন কাঠ আর, আরও কত কি এসে যাচ্ছে... উপহার উপঢৌকন হয়ে।

কাশ্মীর, সিন্ধু, সৌবীর, চেদি, অবন্তী, কেরল, পাণ্ড্য, চোল, কলিঙ্গ, বিদেহ, বঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও আরও কত সব দেশ থেকে আসছে এ সব। মনে হচ্ছে যেন সারা পৃথিবী যুধিষ্ঠিরের কাছে মাথা নুয়িয়ে দিচ্ছে।

মহারাজ, শকুনি মামা চতুর আর নিপুন। পাশার চালে তিনি যুধিষ্ঠিরের থেকে তার সব ধন জিতে নিতে পারেন।

শকুনির প্রথমে জানী বিদুরের উপদেশ নেওয়া উচিত। জানতো আমি সব কাজে বিদুরের উপদেশ নিয়ে থাকি।

বিদুর কখনও আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি দেবেন না। আর আপনিও না দিলে, আমার মরা ছাড়া উপায় নেই।

দুর্যোধনকে শান্ত করতে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলতে ডাকার ষড়যন্ত্র হচ্ছে শুনে বিদুর তাড়াতাড়ি রাজার কাছে এসে পড়লেন।

"সেই মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে, তাঁকে প্রনাম করে বললেন–
মহারাজ, আমি আপনার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করি না।
এর পরিনাম হবে, আপনার পুত্রদের সংগে পান্ডুর পুত্রদের কলহের সূচনা।
"বিদুরের কথা শোনার পর ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে নিভৃতে ডেকে বললেন –
গান্ধারী-নন্দন, পাশা খেলা ছেড়ে দাও। বিদুরের মত নেই এতে। মহান ও জ্ঞানবান বিদুর আমাদের অমংগল চান না কখনও।
বাছা, পণ রেখে খেলায় বিভেদ ঘটে, আর বিভেদ এলে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

পরের ধনে লোভ করলে প্রচুর ক্ষতি হয়। যারা নিজের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে আর ধর্মে মতি রাখে, তারা মঙ্গল-যুক্ত হয়।

আপনি জেনেশুনে আমাকে প্রতারণা করছেন। হয় আপনি আমাদের মঙ্গল চান না, নয়তো আমার উপর বিরূপ।

ক্ষত্রিয়ের ধর্মই হচ্ছে যেন তেন প্রকারেন শত্রুর বিনাশ করা। তা ধর্মসঙ্গত ভাবেই হোক বা অন্যায় ভাবেই হোক।

অসন্তুষ্টিই হচ্ছে সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির মূল, আমি তাই অসন্তুষ্ট থাকতেই চাই। যে নিজের উন্নতির জন্য যত্নবান হয় সেই তো প্রকৃত শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিদ।

যা বিদ্ধ করে, শুধু সেটাই অস্ত্র নয়। যা বিদ্ধু,গুপ্তভাবেই হোক বা প্রকাশ্যেই হোক, শত্রুকে পীড়া দেয়, তাকেই অস্ত্র বলা যায়।

রাজপুত্র, তুমি পণ রেখে খেলাকে আশীর্বাদ বলে ভাবছ, কিন্তু জেনো এ অভিসম্পাত ছাড়া কিছুই নয়। তলোয়ার আর তীরের সংঘাত এরশেষ হয়।

না মহারাজ, পূর্বতন লোকেরা পন-ক্রীড়ার প্রবর্তন করেছিলেন, এর জন্য এতদিন ধ'রে যুদ্ধও হয় নি, ধ্বংসও ঘটে নি। তা ছাড়া, এই পণে আমাদের বিদ্ধ পাণ্ডবদের সামনে স্বর্গের দ্বার খুলে যেতেও পারে।

মহারাজ, ভাগ্যের গতি পরিবর্তনও করা যায় না, ভাগ্যকে জয়ও করা যায় না। পুত্রের প্রতি অন্ধস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে খেলায় আহ্বান করতে বিদুরকে আদেশ দিলেন।

"বিদুর বললেন -

মহারাজ, এই পন-খেলার ফলে আমাদের কুল-ধ্বংস হবে বলে আশংকা হচ্ছে।

"ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে বললেন –

যুধিষ্ঠির, পন-খেলা দুর্ভাগ্যের কারন। আমি এ খেলা বন্ধ করতে চেষ্টাও করেছিলুম। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজা আমাকে তোমায় নিমন্ত্রন করতে পাঠিয়েছেন। এখন তুমি যা ভাল বোঝ কর।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমার পিতৃস্বরূপ, তাঁকে অমান্য করতে চাই না। আর, আহ্বান করলে আমি প্রত্যাখ্যানও করি না।

"পরের দিন দ্রৌপদী ও অন্য সংগীদের নিয়ে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে এসে উপস্থিত হল।

"পরদিন সকালে, দৈনন্দিন পূজা সম্পন্ন করে পাণ্ডবেরা দ্যূতসভায় গেল। সেখানে শকুনি যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ করে বললেন –

মহারাজ, পন ঠিক করা যাক আগে।

শকুনি মামা, পাশা খেলা কিন্তু পাপ।

পনখেলা ধর্মসম্মতও নয়, আবার ক্ষত্রিয়দের যোগ্য বীরত্বযুক্ত খেলাও নয়।

ওহে যুধিষ্ঠির, পনখেলায় হার-জিত নির্ভর করে ছকের চালে।

এই কথাটা বুঝলে কেউ পনখেলার ফলাফল নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে না। খেলার ফলাফল সে নির্বিবাদে গ্রহন করে। তবে, ভয় পাচ্ছ এখন নাও খেলতে পার।

খেলতে ডাকলে আমি পিছিয়ে যাই না। বলুন, প্রতি দানে আমার সঙ্গে পন রাখতে কে নিযুক্ত হবে।

"তখন দুর্যোধন বলল-
পন দোব আমি, আর আমার হয়ে খেলবেন শকুনি মামা।
একজন অন্যের হয়ে খেলবে- এটা ন্যায়-সংগত নয়। তবে, আপনারা যেমন চাইছেন সেই ভাবেই খেলা আরম্ভ হোক।
খেলা আরম্ভ হতে সব রাজারা ধৃতরাষ্ট্রকে আগে রেখে নিজ নিজ আসনে এসে বসলেন।
"ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আর মহামতি-মহাজ্ঞানী বিদুর ভারাক্রান্ত মনে তাঁদের পিছনে এসে বসলেন।
"তখন যুধিষ্ঠির বললেন-
আমি এই সোনার ওপর মুক্তোর কাজ করা হার পন রাখলুম। তোমার পন কি? এ দানটা আমিই জিতব।
আমারও মনিমুক্তো আছে, নানা রকম ধনও আছে। আর, আমিই জিতেছি দানটা।
"পরমুহূর্তেই শকুনি দান চেলে বললেন-
দেখ, আমিই জিতেছি।

এবার আমি পন রাখছি আমার রথ, যার রঙ হল সিন্ধুশ্যেনের মতো, আর যাকে টানা হয় আটটি দ্রুতগামী অশ্বকে দিয়ে, যাদের খুর ছুটে চলার সময় মাটি ছোঁয় না।

"কপটতার আশ্রয় নিয়ে শকুনি ছল নিক্ষেপ করে বললেন –

দেখ, জিতলুম আমি!

এর পর যুধিষ্ঠির, একের পর এক, তাঁর যুদ্ধের হাতী, দাসী, অনুচর, সৈন্য-সামন্ত আর সমস্ত ধন-সামগ্রী পন রাখলেন।

"আর প্রতিবারই শকুনি কপট চাল চাললেন।

দেখ, আমার জিত!

"তখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন –

মহারাজ, আপনি হয়তো আমার কথা শুনতে চাইবেন না। মরণোন্মুখ লোকেরা ওষুধ খেতে চায় না। তবুও বলছি, মন দিয়ে শুনুন।

পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যের লালসা করে তাদের ক্রোধ-উদ্রেক করবেন না। পরে আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে।

ধীরে ধীরে ভোগ করুন তাদের ধন। মালী যেমন তার গাছকে স্নেহবারি বর্ষণ করে, আর বার-বার ফুল পায় গাছের থেকে।

"এই কথা শুনে দুর্যোধন বলল -

যে গৃহস্বামীকে কেবল নিন্দে করে, সে সেই গৃহে সম্মান পেতে পারে না। সুতরাং, বিদুর, আমাদের ছেড়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যান আপনি।

আমি সব সময় ধৃতরাষ্ট্র আর তাঁর ছেলেদের গৌরব আর সমৃদ্ধির কামনা করে এসেছি। তাই, এখন হাতজোড় করছি। তোমাদের যা হবার তা হোক।

"সমস্ত ধন হারিয়ে যুধিষ্ঠির এবার বললেন -
আমি এবার পণ রাখছি তরুণ, মহাবাহু নকুলকে, যার দেহ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু রক্তাভ আর স্কন্ধ পশুরাজ সিংহের মতো।
এবার পণ রইল সহদেব, যার শাসন ধর্মানুগ আর যে সারা বিশ্বে বিদ্বান বলে সুপরিচিত।
দেখ, আমার জিত!
এবার পণ রাখছি বলশালী ভীমকে, যে ভীম গদা-যুদ্ধে অদ্বিতীয়।
এই অর্জুন যেন এক মহাতরী – আমাদের সমর-সমুদ্র পার করে নিয়ে যায়। সে শত্রুজয়ী আর মহাবল রাজপুত্র। এই অতুল গুণধারী অর্জুন হচ্ছে, সারা পৃথিবীতে অন্তত: একমাত্র যোদ্ধা, যাকে পণ করা উচিত নয়। তাকেই পণ রাখছি আমি।

সমস্ত ধন তো হারলে, ভাইদেরও হারালে। এবার কি পণ রাখতে চাও, বল?

নিজেকে! একবার যদি হারি, ভৃত্য হয়ে থাকব তোমার।

দেখ, আমার জিত!

মহারাজ, যে পাপী সে সব সম্পদ হারাবার আগেই নিজেকে হারিয়ে বসে।

তোমার প্রিয় পত্নী তো এখনও তোমার রয়েছে। দ্রৌপদীকে পণ রেখে নিজেকে ফিরে নাও।

হায়, শকুনি! দ্রুপদের কন্যাকেই পণ রেখে খেলব আমি।

মহারাজ, যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন, সমস্ত সভা এক বাক্যে তাঁর নিন্দে করল।

"ভীষ্ম, দ্রোন, কৃপ আর অন্যদের গা থেকে ঘাম ঝরতে লাগল। বিদুরের তো প্রায় মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা।

ধিক্! ধিক্ তোমাকে, যুধিষ্ঠির!!

"উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে শকুনি পাশার চাল চাললেন।

দেখ, আমার জিত!

"ধৃতরাষ্ট্র আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন –

কি জেতা হল? কি জেতা হল?

"তখন দুর্যোধন বলল –

বিদুর! দ্রৌপদীকে ধরে নিয়ে এস এখানে। ঘর ঝাঁট দিতে হবে, অন্যসব দাসীদের সঙ্গে থাকতে হবে তো তাকে।

তোমার বুদ্ধিও যেমন ভোঁতা, মনও তেমনি দুর্বল। বুঝতে পারছ না, নিজের গলায় ফাঁস দিলে, খাদের ওপর ঝুলে পড়েছ এখন।

সামান্য মৃগ হয়ে, তুমি বাঘেদের চটাতে চেষ্টা করছ।
বিদুর, তোমাকে ধিক্‌!
"দুর্যোধন তখন তার সারথিকে ডেকে বলল–
প্রতিকামী, যাও গিয়ে দ্রৌপদীকে ধরে নিয়ে এস।
"প্রতিকামী দ্রৌপদীর মহলে গেলেন।
দুর্যোধন আপনাকে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে জিতে নিয়েছে। আমি আপনাকে নিতে এসেছি।
হে সারথি, কোনও রাজকুমার নিজের স্ত্রীকে পন রেখে খেলে না। যুধিষ্ঠিরের কি আর কোন পন দেবার ছিল না?
ভাইদের আর নিজেকে পনে হারাবার পর তিনি আপনাকেই পন রাখেন।
তা হলে সভায় ফিরে যান আর সেই দ্যুতপ্রিয়কে জিজ্ঞেস করুন, কাকে আগে হারিয়েছে। নিজেকে না আমাকে?
"প্রতিকামী যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর প্রশ্ন বললেন। শুনে যুধিষ্ঠির হতবাক হয়ে নিষ্প্রানের মতো বসে রইলেন। দুর্যোধন তখন দুঃশাসনকে বলল–
যাও, দ্রৌপদীকে নিয়ে এস এখানে।

 BENG.

"ভাইয়ের আদেশ পালন করতে দুঃশাসন দ্রৌপদীর মহলে এসে তাকে এই কথা বলল–
হে পাঞ্চালী, কৌরবেরা তোমাকে ন্যায়মতে জিতেছে। এসে তাদের সেবায় লেগে যাও।
দুঃশাসনের এই কথা শুনে, দ্রৌপদী উঠে দাঁড়াল আর চোখের জল মুছে কৌরব-মহিলাদের মহলের দিকে পা বাড়াল।
"রাগে গরগর করতে করতে দুঃশাসন সেদিকে ছুটে গিয়ে দ্রৌপদীর চুল টেনে ধরল।
"টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় তার ক্ষীণ তনু ঝুঁকে পড়েছিল। সে চাপা গলায় বলল:
ওরে দুরাত্মা, আমি একবস্ত্রা। আমি অসুস্থ। সভায় যাবার অবস্থা নেই এখন আমার।

অসুস্থই হও বা একবস্ত্রাই হও, কিম্বা বিবস্ত্রাই হও, তোমাকে পণখেলায় জেতা হয়েছে। এখন তুমি দাসীমাত্র। দাসীদের সংগে যে রকম খুসী থাকতে পার।
"বিস্রস্ত চুল আর অর্ধস্খলিত বস্ত্রে আর দুঃশাসনের টানা-হিঁচড়ানোতে দ্রৌপদী কুপিত হয়ে বলল –
ভরতবংশীয়-দের ধিক! তারা ক্ষত্রিয়-ধর্ম ভুলে গেছে।
দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর আর ধৃতরাষ্ট্রের সুবুদ্ধির লোপ হয়েছে। তাই তাঁরা এই ধর্ম-বিরুদ্ধ কাজ সহ্য করে যাচ্ছেন।
"তখন ভীষ্ম বললেন –
হে শুভ্রা, ধর্মের বিচার অতি সুক্ষ্ম। ধর্ম বলে, স্বামীর আদেশ পালন করা স্ত্রীর কর্তব্য। আবার, যা অধিকার-ভুক্ত নয় তা পণ রাখা যায় না। সুতরাং, ঠিক করতে পারছি না কি উচিত।

এই সভায় সমাগত সব ক্ষত্রিয়েরা আমার প্রশ্নের ঠিকমতো উত্তর দিন। আমার স্বামী নিজেকে হারানোর পর, কি করে আমাকে পণে হারাতে পারে?
"সভায় টেনে আনা দ্রৌপদীর করুণ অবস্থা দেখে ভীম অসীম ক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে বললেন —
অনেক দ্যূতাসক্তরই তাদের রাজ্যে, দাসী-পরিচারিকা আছে। কিন্তু কেউই তাদের পণ রেখে খেলে না।
তুমি যখন আমাদের সমস্ত ধন পণ রেখে হারলে, আমাদেরও পণে হারালে, আমি ক্ষোভ দেখাই নি তুমি আমাদের রাজা ভেবে।
কিন্তু দ্রৌপদীকে পণ রেখে তুমি ন্যায্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছ। তাই আমি তোমার ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছি।
সহদেব, নিয়ে এস আগুন। আমি যুধিষ্ঠিরের হাত পুড়িয়ে দোব।
"তখন অর্জুন বলল —
ভীম, নিজের ধর্ম ভুলে যেও না। বড় ভাইয়ের অপমান কোর না।
যদি না বুঝতুম, ও যা করেছে তা ক্ষত্রিয়ের ধর্মানুযায়ীই করেছে, ওর হাত সত্যিই পুড়িয়ে দিতুম আমি।

তখন, পাণ্ডবদের যন্ত্রনা-কাতর দেখে, আর দ্রৌপদীকে টানাটানি করা হচ্ছে দেখে, ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, বিকর্ন বলল –

সমবেত রাজন্যগন, দ্রৌপদীর প্রশ্নের যথা-সংগত উত্তর দিন। না দিলে আমরা অবশ্যই নরকপ্রাপ্ত হব।

" বিকর্ন বারবার রাজাদের উত্তর দিতে অনুরোধ করতে লাগল, কিন্তু সবাইকে নির্বাক দেখে বলল –

আপনারা উত্তর দিন বা না-ই দিন, আমার মতে যা ন্যায়, তা-ই বলব।

নিষ্কলঙ্কা দ্রৌপদী পাণ্ডবদের সকলের পত্নী। যুধিষ্ঠির আগে নিজেকে পণে হেরেছেন...

... তারপর, দ্রৌপদীকে জিতে নেবার উদ্দেশ্যে শকুনি তাঁকে প্ররোচিত করেছেন দ্রৌপদীকে পণ রাখতে...

এই সব কিছু বিচার করে, দ্রৌপদী যে পণে হেরেছে, এ কথা মানতে পারি না।

এই কথা শুনে, সমাগত সবার মধ্যে আলোড়ন উঠল। সবাই বিকর্নের প্রশংসা করতে লাগল।

ঠিক বলেছ!

"সেই কলরব স্তিমিত হয়ে এলে, কর্ণ দুঃশাসনকে সম্বোধন করে বলল –
বিকর্ণ জ্ঞানীর মতো কথা বলছে বটে, কিন্তু সে বোকা ছাড়া কিছুই নয়। দুঃশাসন, পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদীর বস্ত্র-উন্মোচন কর।

এই কথা শুনে পাণ্ডবেরা নিজেরাই তাদের বসন ত্যাগ করল। আর, দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরন করতে উদ্যত হল।

"তার কাপড়ে টান দিতেই দ্রৌপদী কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল –
হে দ্বারকাবাসী গোবিন্দ, হে মহাযোগী, হে জগতাত্মা, হে বিশ্বস্রষ্টা, আমাকে এই অপমানের হাত থেকে বাঁচাও।

"দুঃশাসন দ্রৌপদীর কাপড় খুলে ফেলতেই, দ্রৌপদীর গায়ে নতুন এক কাপড়ের আবরন এসে পড়ল। বারবার হল এইরকম।

"দেখতে দেখতে দ্রৌপদীর গা থেকে খুলে নেওয়া নানা রঙের কাপড় সভাস্থলে স্তূপাকার হয়ে উঠল।

হায়, হায়! ধিক!

"দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণে ব্যর্থ হয়ে দুঃশাসন ক্লান্ত আর অপমানিত হয়ে বসে পড়ল। তখন ভীম এক ভীষন প্রতিজ্ঞা করে বসল -

দুঃশাসনের বুক চিরে যদি না রক্তপান করি, তবে, আমার পূর্বপুরুষদের বাসস্থল, স্বর্গে আমার গতি যেন না হয়।

"কামনার বশে আর ভীমের প্রতি আক্রোশে, দুর্যোধন বারবার দ্রৌপদীর দিকে অশ্লীল ভংগী করতে লাগল, নিজের উরুতে দ্রৌপদীকে বসানোর ইংগিত করে।

"তা দেখে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ন করে ভীম আর এক প্রতিজ্ঞা করল -

যদি এক মহাযুদ্ধে তোমার উরু না ভাঙি তবে পিতৃলোকে* যেন আমার স্থান না হয়।

সেই মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রের যজ্ঞাগারে শেয়াল ডেকে উঠল আর শবাহারী পাখী আর গাধার দল চারদিক থেকে তার প্রতিধ্বনি করে উঠল। সেই অশুভধ্বনিতে ব্যাকুল হয়ে গান্ধারী আর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ করল।

"তখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন -

হে কুলনাশা দুর্যোধন, তোমার এই অধর্ম-কাজের জন্য, তোমার ধ্বংস অবধারিত।

"তারপর তিনি দ্রৌপদীর উদ্দেশে বললেন -

তুমি আমার সাধ্বী বধূ। তোমার মনোমতো বর চেয়ে নাও আমার কাছ থেকে।

যুধিষ্ঠিরকে মুক্তি দিন তবে।

তা-ই হবে। হে কুলক্ষ্মীনা, তোমার আরও একটি বর পাওয়া উচিত!

তাহলে, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকেও মুক্তি দিন, আর তাদের রথ ও অস্ত্র-শস্ত্র ফিরিয়ে দিন।

তোমার মতো ধর্মপ্রাণা পুত্রবধূর পক্ষে দুটো বর যথেষ্ট নয়। তৃতীয় বর চাও একটা।

হে মহাপ্রভু, লোভ হচ্ছে ধর্মনাশের হেতু। সুতরাং তৃতীয় বর চাই না আমি।

"তারপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন -

হে শত্রুহীন রাজকুমার, নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়ে নির্বিঘ্নে রাজত্ব কর। আর বুড়োর এই কথাগুলি মনে রেখ -

ধার্মিকেরা মনে বৈরীভাব পোষণ করে না। তারা অন্যের গুনই দেখে শুধু, ত্রুটি লক্ষ্য করে না

পুত্র, তোমার মন থেকে দুর্যোধনের দুষ্কর্মের স্মৃতি দূর করে দাও।

মহারাজ, যা বললেন তা-ই করব।

"আনন্দিত হৃদয়ে পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থের পথের দিকে পা বাড়াল।

"পাণ্ডবেরা বিদায় নিলে, দুঃশাসন শোকাচ্ছন্ন হয়ে ভাই দুর্যোধনের কাছে গিয়ে বলল –

অনেক চেষ্টা করে আমরা যা কিছু লাভ করেছিলুম, বুড়োর জন্য সব হারাতে হল।

"তখন দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বলল –

পাণ্ডবেরা আমাদের হাতে ভীষণভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। আমরা দ্রৌপদীকে যা উৎপীড়ন করেছি, তা তারা কিছুতেই ভুলবে না।

আমরা পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে পাশাখেলায় কপটতার আশ্রয় নিয়ে জয়লাভ করেছি। অন্য কোনও উপায়ে আমরা তাদের কাছে জিততে পারতুম না। তাদের আর একবার দ্যূত-খেলায় আহ্বান করতে অনুমতি দিন। যে হারবে তার বার বছর বনবাস...

... আর ত্রয়োদশ বছরে অজ্ঞাতবাস। সে বছরে যদি তারা ধরা পড়ে যায়, তবে সেই বীরদের আবার বারো বছর বনবাসে থাকতে হবে।

মহারাজ, এই তেরো বছরে আমরা আমাদের রাজ্যের ভিত দৃঢ় করতে পারব।

আর, পাণ্ডবেরা নির্বাসন থেকে যখন ফিরে আসবে, আমাদের বিশাল সৈন্যদল আর মিত্রদের সাহায্যে ধ্বংস করে ফেলব তাদের।

"ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিলেন –

পাণ্ডবদের আবার পাশা খেলতে ফিরিয়ে আন।

প্রভু, জলাশয়ের ওপরের বাঁধ ভেঙে ফেলা মোটেই উচিত নয়।

...ছাইচাপা আগুন জ্বালাতে বাতাস করবেন না। কুরু-বংশের ধ্বংসের কারন হবেন না। আমাদের বংশের কুলাঙ্গার দুর্যোধনকে বরং ত্যাগ করুন।

বংশ ধ্বংস হোক তো যাক। ছেলেদের বশ মানাতে পারব না আমি।

"এই ভাবে ধর্মের খাতিরে যুধিষ্ঠির আবার পণ খেললেন।

পরাজিত পক্ষ তেরো বছর পরে ফিরে এলে তাকে তার রাজ্য ও সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

"যুধিষ্ঠির খেলার শর্ত মেনে নিলে, শকুনি ছক্কা নিক্ষেপ করে বললেন–
দেখ, আমার জিত!
"পরাজিত পাণ্ডবেরা যখন উত্তরীয়র স্থানে মৃগচর্ম ধারন করল, দুঃশাসনতো আনন্দে নাচতে লাগল।
"দুর্যোধন কৌতুকভরে ভীমের সিংহের মতো চলন নকল করতে লাগল। তখন ভীম বলল–
অর্জুন মারবে কর্ণকে আর সহদেব বধ করবে ভণ্ড শকুনিকে।
আমি গদা দিয়ে দুর্যোধনকে মেরে, পা দিয়ে তার মাথা মাটিতে পিষে ফেলব।
তেরো বছর বাদে আমাদের রাজ্য যদি সসম্মানে ফিরিয়ে না দেওয়া হয়, তা হলে আমার প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় সাধন করব।

BENG.

"যুধিষ্ঠির দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যদের থেকে বিদায় নিলেন। তখন বিদুর বললেন –
যুধিষ্ঠির, কুন্তীর বয়সও হয়েছে আর দুর্বলতাও এসেছে। তাঁর বনে যাওয়া চলবে না।
তিনি আমার বাড়ীতে থাকুন। তাঁর যথাযোগ্য সম্মান পাবেন তিনি।
পাণ্ডুপুত্রগন, জলের থেকে তোমরা প্রশান্ত ভাব আর উদারতা শিখে নিও।
ধরিত্রীর থেকে শিখে নিও ক্ষমা, সূর্যের থেকে মহিমা, পবনের থেকে শক্তি আর সমস্ত সৃষ্টির থেকে শিক্ষা নিও আত্ম-সম্মানের। তোমাদের মঙ্গল হোক।
যথাজ্ঞা।
"পাণ্ডবেরা তারপর বনের পথে যাত্রা আরম্ভ করল। অশ্রুপূর্ণ চোখে, আর না বাঁধা চুল নিয়ে দ্রৌপদী সঙ্গে চলল।

"ঠিক সেই মুহূর্তে অন্যান্য ঋষিগন পরিবৃত হয়ে কৌরবদের সভায় এসে আবির্ভূত হলেন নারদ,এক ভীতিকর ভবিষ্যবানী সভায় ঘোষনা করলেন তিনি-

এখন থেকে চৌদ্দ বছর পরে, দুর্যোধনের পাপে আর ভীমের পরাক্রমে কুরু-বংশ ধ্বংস হবে।

এই কথা বলে নারদ অন্তর্হিত হলেন। তখন দুর্যোধন, কর্ন আর শকুনি, তাদের ভয়রূপ সমুদ্রে নিষ্কৃতির দ্বীপ স্বরূপ বলে দ্রোনকে স্বীকার করে সমস্ত রাজ্য তাঁকে উৎসর্গ করল।

"দ্রোন বললেন -

তোমরা যখন আমাকে শরন নিয়েছ আমি তোমাদের ত্যাগ করব না। আমার যত দূর সাধ্য তোমাদের রক্ষা করব আমি।

ব্যাসদেবের অমর ইতিহাস **মহাভারত**-এর বৈশম্পায়ন আবৃত্তির আমরা যে পরিবেশন করেছি তার অষ্টাদশ পর্যায় এই ভাবেই শেষ হল।

অমর চিত্র কথা

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই

অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুবঅষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

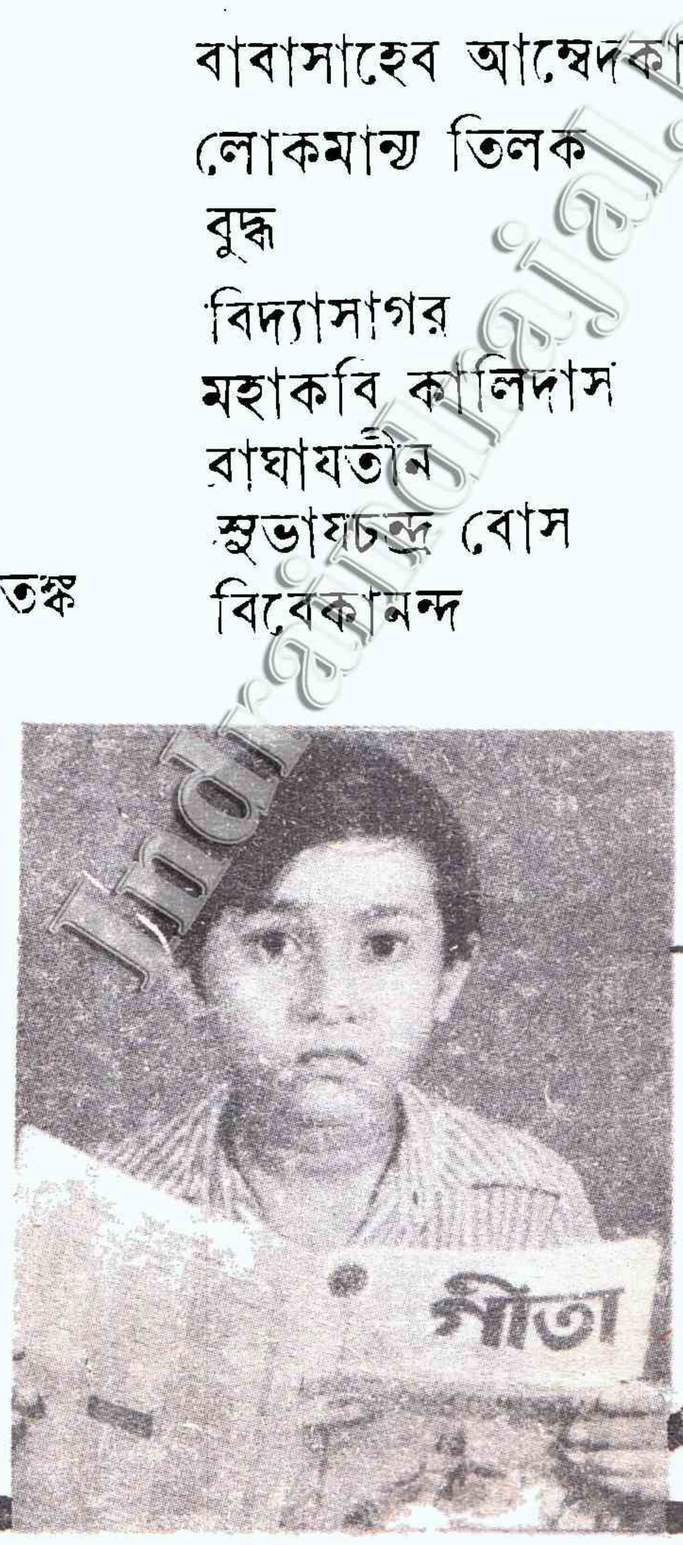

প্রতিখণ্ড 4.00 টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:

উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

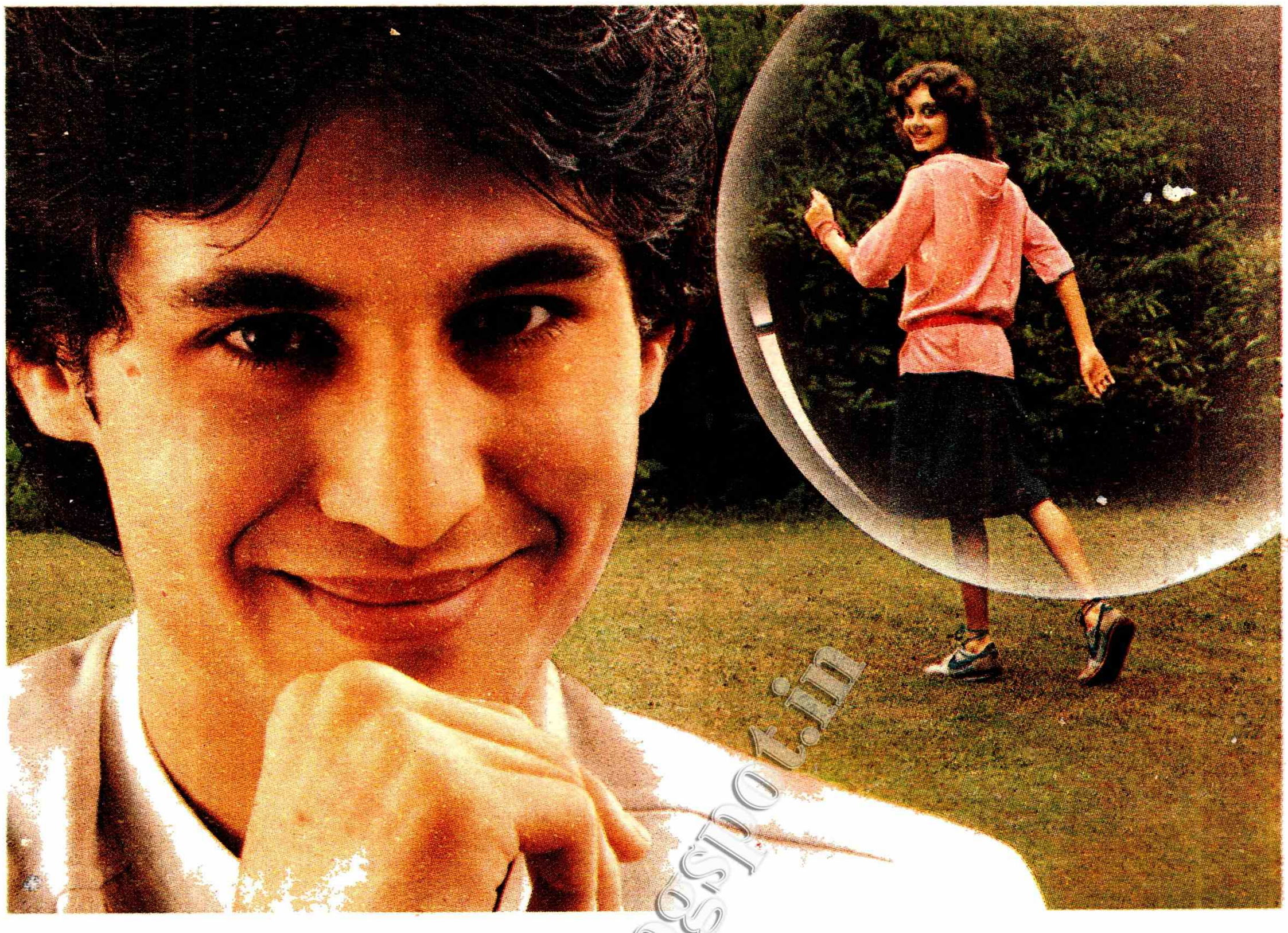

Wonder what her smile meant.
I'd walked up to her
and offered my pack
of fresh mint
bubble gum.
She popped
one in.
And she smiled .....
Was it my charm, or was it my bubble gum?

NP Foxy Foxy
Spearmint Bubble Gum

Dattaram-NP 2D/86